# সর্বজনীন পেনশন স্কিম সম্পর্কিত ব্রিফ

বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে একটি টেকসই ও সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে একটি সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতি প্রবর্তন করা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অঙ্গীকার। ২০০৮ সনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে জাতির সামনে ঘোষিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশনে তিনি সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতি প্রবর্তনের সুনির্দিষ্ট ঘোষণা প্রদান করেছিলেন। সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালুর লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক "সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩" পাশ করা হয়েছে। সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালুর জন্য উক্ত আইনের আওতায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৭ (সতের) কোটি। বর্তমানে গড় আয়ু ৭২.৩ বছর হলেও ভবিষ্যতে গড় আয়ু আরও বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে জনমিতিক লভ্যাংশ (Demographic Dividend) এর আওতায় আছে। বর্তমানে আমাদের মোট জনসংখ্যার ৬২% কর্মক্ষম। গড় আয়ু বৃদ্ধি এবং একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি জনিত কারণে ভবিষ্যতে নির্ভরশীলতার হার বৃদ্ধি পাবে বিধায় একটি টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি। ১৮ বছরের অধিক বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আওতায় আনা সম্ভব হলে তারা একটি সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর আওতাভুক্ত হবেন। সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা কার্যকর হলে ধীরে ধীরে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর সুবিধাভোগীর সংখ্যা কমিয়ে আনার সুযোগ সৃষ্টি হবে। আমাদের বয়স্ক জনসাধারণের সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে ১৮ থেকে ৫০ বৎসর বয়সী একজন সুবিধাভোগী ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত এবং ৫০ বৎসরের উর্ধ্ব বয়স্ক একজন সুবিধাভোগী ন্যূনতম ১০ বছর চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে আজীবন পেনশন সুবিধা ভোগ করবেন। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী কর্মীগণও এই স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। পেনশনে থাকাকালীন ৭৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে পেনশনারের নমিনি ৭৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ার অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত পেনশন প্রাপ্য হবেন। চাঁদাদাতা কমপক্ষে ১০ বৎসর চাঁদা প্রদান করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করলে জমাকৃত অর্থ মুনাফাসহ তা নমিনিকে ফেরত দেয়া হবে। চাঁদাদাতার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তার জমাকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ ঋণ হিসাবে উত্তোলন করা যাবে। পেনশনের জন্য নির্ধারিত চাঁদা বিনিয়োগ হিসাবে গণ্য করে কর রেয়াত পাওয়ার যোগ্য হবেন এবং মাসিক পেনশন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ আয়কর মুক্ত থাকবে। সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে নিম্ন আয়সীমার নিচের নাগরিকগণের অথবা অস্বচ্ছল চাঁদাদাতার ক্ষেত্রে পেনশন তহবিলে মাসিক চাঁদার একটি অংশ সরকার অনুদান হিসাবে প্রদান করবে।

# এক নজরে সর্বজনীন পেনশন স্কিম

দেশের সর্বস্তরের জনগণের জন্য টেকসই ও সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা বলয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তৈরি হয়েছে সর্বজনীন পেনশন।

১৮ বৎসর বা তদূর্ধ্ব হতে ৫০ বৎসর বয়সি সকল বাংলাদেশী নাগরিক একটি নির্দিষ্ট মূল্যমানে চাঁদাদাতা হিসাবে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশ নিতে পারবেন।

জাতীয় পরিচয়পত্রকে ভিত্তি ধরে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে ১৮ বছরের উর্ধ্বের সকল নাগরিক অংশ নিতে পারবেন। তবে প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকগণ যাদের জাতীয় পরিচয় পত্র নেই কেবল তারা পাসপোর্টের ভিত্তিতে ব্যাংকিং চ্যানেল, বৈধ মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস এবং এক্সচেঞ্জ হাউস সমূহের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় চাঁদা প্রদান করে পেনশন স্কিমে যুক্ত হতে পারবেন।

সকল স্কিমের জন্য চাঁদার কিস্তি চাঁদা প্রদানকারীর পছন্দমাফিক মাসিক, ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে পরিশোধের সুযোগ থাকবে। তাছাড়া চাঁদাদাতাগণ ইচ্ছা করলে মাসের নাম উল্লেখপূর্বক যে কোন পরিমাণ চাঁদার টাকা অগ্রিম হিসেবে পেনশন ফান্ডে জমা করতে পারবেন।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণকারী চাঁদাদাতাগণ নিরবিচ্ছিন্নভাবে চাঁদা প্রদানের শর্তে তার বয়স ৬০ বছর পূর্তিতে আজীবন মাসিক নির্ধারিত হারে পেনশন প্রাপ্য হবেন।

স্কিমের চাঁদাদাতা স্কিমে জমাকৃত বা জমার বিপরীতে প্রাপ্য পেনশন বাবদ অর্থ তাহার মৃত্যুর পর গ্রহণ বা উত্তোলনের নিমিত্ত এক বা একাধিক নিমিনি মনোনয়ন করতে পারবেন।

চাঁদাদাতা পেনশনে থাকাকালীন তাঁর বয়স ৭৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে পেনশনারের নমিনি বা নমিনিগণ বা বৈধ উত্তরাধিকারীগণ অবশিষ্ট সময়ের জন্য (অর্থাৎ ৭৫ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত) পেনশন প্রাপ্য হবেন।

# পেনশন স্কিমসমূহ

সর্বজনীন পেনশনের আওতায় মোট ০৪টি স্কিম থাকবে। স্কিমসমূহের নাম, প্রতিটি স্কিমের জন্য অফারকৃত এক বা একাধিক প্যাকেজে ধার্যকৃত চাঁদার হার ও সম্ভাব্য এ্যানুইটি নিম্নরূপ:

- **প্রবাস (প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য):** বিদেশে কর্মরত বা অবস্থানকারী যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক তার অভিপ্রায় অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধের শর্তে নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদানপূর্বক এই স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রবাস হতে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সমপরিমাণ অর্থ দেশীয় মুদ্রায় পরিশোধ করাসহ প্রয়োজনে স্কিম পরিবর্তন করতে পারবেন। পেনশন স্কিমের মেয়াদ পূর্তিতে পেনশনার দেশীয় মুদ্রায় পেনশন প্রাপ্য হবেন। এই স্কিমে মাসিক চাঁদার পরিমাণ ৫০০০/-, ৭৫০০/- এবং ১০০০০/- টাকা।
- **প্রগতি (ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান/কর্মচারী):** প্রচলিত আইনের আওতায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত বা সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধিত ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তি/কর্মচারী বা উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদানপূর্বক এই স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে তাদের কর্মচারীদের জন্য এই স্কিমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে স্কিমের চাঁদার ৫০% কর্মী এবং বাকী ৫০% প্রতিষ্ঠান প্রদান করবে। কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণ না করলেও, উক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন কর্মচারী নিজ উদ্যোগে এককভাবে এ স্কিমে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। এই স্কিমে মাসিক চাঁদার পরিমাণ ২০০০/-, ৩০০০/- এবং ৫০০০/- টাকা।

- **সুরক্ষা (স্বকর্মে নিয়োজিত নাগরিকগণের জন্য):** অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত বা স্বকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি যেমন: কৃষক, রিক্সাচালক, শ্রমিক, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতিসহ সকল অনানুষ্ঠানিক কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদানপূর্বক এই স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এই স্কিমে মাসিক চাঁদার পরিমাণ ১০০০/-, ২০০০/-, ৩০০০/- এবং ৫০০০/- টাকা।

- **সমতা** (স্বকর্মে নিয়োজিত অতি দরিদ্র নাগরিকগণের জন্য অংশ প্রদায়ক পেনশন স্কিম): সময়ে সময়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত Household Income Expenditure Survey অনুযায়ী অতি দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী ব্যক্তিগণকে চিহ্নিত করার নির্ণায়কের ভিত্তিতে যাদের নিজস্ব আয় দ্বারা জীবন ধারণের ন্যূনতম উপকরণ যোগাড় করা সম্ভব হয় না তারা নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদানপূর্বক এই স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তাদের জমার বিপরীতে কর্তৃপক্ষ সমপরিমাণ অর্থ জমা করবে। এই স্কিমে মাসিক চাঁদার পরিমাণ ১০০০০/- টাকা (চাঁদাদাতা ৫০০ টাকা + সরকারি অংশ ৫০০ টাকা)।

উল্লেখ্য যে, আপাতত সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সর্বজনীন পেনশনের আওতা বহির্ভূত হবেন। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোন সুবিধাভোগী সর্বজনীন পেনশনের আওতা বহির্ভূত। তবে যদি এরূপ সুবিধা ভোগীদের মধ্যে কেউ উক্ত সুবিধা সমর্পণ করে সর্বজনীন পেনশনের অন্তর্ভুক্ত হতে চান তবে তিনি তাতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন।

## এ্যানুইটি

- কোন চাঁদাদাতা প্রতিমাসে ১০০০ টাকা করে ২০ বছর চাঁদা প্রদান করলে অবসরের পর তিনি প্রতি মাসে সম্ভাব্য ৫ হাজার টাকা করে পেনশন পাবেন।
- কোন চাঁদাদাতা প্রতিমাসে ২০০০ টাকা করে ২০ বছর চাঁদা প্রদান করলে অবসরের পর তিনি প্রতি মাসে সম্ভাব্য ১০ হাজার টাকা করে পেনশন পাবেন।
- কোন চাঁদাদাতা প্রতিমাসে ৫০০০ টাকা করে ২০ বছর চাঁদা প্রদান করলে প্রতি মাসে সম্ভাব্য ২৫ হাজার টাকা করে পেনশন পাবেন।
- সমতা স্কিমের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে চাঁদার পরিমাণ ১০০০ টাকা হলে চাঁদা দাতা ৫০০ টাকা এবং সরকার ৫০০ টাকা প্রদান করবেন। ২০ বছর চাঁদা প্রদান করলে প্রতি মাসে সম্ভাব্য ৫০০০ টাকা করে পেনশন পাবেন।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর চাঁদার হার এবং স্কিম পরিবর্তনের সুযোগ থাকবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি-১ অধিশাখা
www.mof.gov.bd

স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০১.২৩-৯৮

তারিখ: ২২ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৬ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: সর্বজনীন পেনশন স্কিমে চাঁদাদাতার রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম উদ্বোধন

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, দেশের সর্বস্তরের জনগণকে টেকসই পেনশন কাঠামোয় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে "সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩" প্রণয়ন করা হয়েছে।

২। সর্বজনীন পেনশন এর আওতায় ৪টি স্কিম রয়েছে যথা: (১) প্রবাস (২) প্রগতি (৩) সুরক্ষা (৪) সমতা। এসব স্কিমে অংশগ্রহণের জন্য রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চাঁদার হার। সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা কার্যকরের লক্ষ্যে অনলাইন প্লাটফর্ম তৈরীসহ যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা এবং অনলাইনে চাঁদাদাতার রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

৩। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বর্ণিত স্কিমসমূহে নিবন্ধনে আগ্রহী ১ জন মূল ও ১ জন বিকল্প প্রার্থী নির্বাচন করে তাদের এনআইডি, ছবি, এনআইডি দিয়ে নিবন্ধনকৃত মোবাইল নম্বরসহ নামের প্রস্তাব আগামী ১২-০৮-২০২৩ খ্রি. তারিখের মধ্যে অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক ৩ (তিন) পাতা।

০৬.০৮.২০২৩

(শাববীর আহমদ)
উপসচিব
ফোন: ৫৫১০০০৭৮

১। মান্যবর রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার, জেদ্দা/কুয়ালালামপুর/সিংগাপুর।
২। জেলা প্রশাসক, পাবনা/গোপালগঞ্জ/খাগড়াছড়ি/বরগুনা/সিলেট/বাগেরহাট/রংপুর/ময়মনসিংহ।
৩। অফিস কপি।

## চাঁদার হার এবং সম্ভাব্য মাসিক পেনশন

### স্কিমঃ প্রবাস

| মাসিক চাঁদার হার | ৫,০০০ টাকা | ৭,৫০০ টাকা | ১০,০০০ টাকা |
|---|---|---|---|
| চাঁদা প্রদানের মোট সময়কাল (বছরে) | মাসিক পেনশন (টাকা) | মাসিক পেনশন (টাকা) | মাসিক পেনশন (টাকা) |
| ৪২ | ১,৭২,৩২৭ | ২,৫৮,৪৯১ | ৩,৪৪,৬৫৫ |
| ৪০ | ১,৪৬,০০১ | ২,১৯,০০১ | ২,৯২,০০২ |
| ৩৫ | ৯৫,৯৩৫ | ১,৪৩,৯০২ | ১,৯১,৮৭০ |
| ৩০ | ৬২,৩৩০ | ৯৩,৪৯৫ | ১,২৪,৬৬০ |
| ২৫ | ৩৯,৭৭৪ | ৫৯,৬৬১ | ৭৯,৫৪৮ |
| ২০ | ২৪,৬৩৪ | ৩৬,৯৫১ | ৪৯,২৬৮ |
| ১৫ | ১৪,৪৭২ | ২১,৭০৮ | ২৮,৯৪৪ |
| ১০ | ৭,৬৫১ | ১১,৪৭৭ | ১৫,৩০২ |

### স্কিমঃ প্রগতি

| মাসিক চাঁদার হার | ২,০০০ টাকা | ৩,০০০ টাকা | ৫,০০০ টাকা |
|---|---|---|---|
| চাঁদা প্রদানের মোট সময়কাল (বছরে) | মাসিক পেনশন (টাকা) | মাসিক পেনশন (টাকা) | মাসিক পেনশন (টাকা) |
| ৪২ | ৬৮,৯৩১ | ১,০৩,৩৯৬ | ১,৭২,৩২৭ |
| ৪০ | ৫৮,৪০০ | ৮৭,৬০১ | ১,৪৬,০০১ |
| ৩৫ | ৩৮,৩৭৪ | ৫৭,৫৬১ | ৯৫,৯৩৫ |
| ৩০ | ২৪,৯৩২ | ৩৭,৩৯৮ | ৬২,৩৩০ |
| ২৫ | ১৫,৯১০ | ২৩,৮৬৪ | ৩৯,৭৭৪ |
| ২০ | ৯,৮৫৪ | ১৪,৭৮০ | ২৪,৬৩৪ |
| ১৫ | ৫,৭৮৯ | ৮,৬৮৩ | ১৪,৪৭২ |
| ১০ | ৩,০৬০ | ৪,৫৯১ | ৭,৬৫১ |

## স্কিমঃ সুরক্ষা

| মাসিক চাঁদার হার | ১,০০০ টাকা | ২,০০০ টাকা | ৩,০০০ টাকা | ৫,০০০ টাকা |
|---|---|---|---|---|
| চাঁদা প্রদানের মোট সময়কাল (বছরে) | মাসিক পেনশন (টাকা) | মাসিক পেনশন (টাকা) | মাসিক পেনশন (টাকা) | মাসিক পেনশন (টাকা) |
| ৪২ | ৩৪,৪৬৫ | ৬৮,৯৩১ | ১,০৩,৩৯৬ | ১,৭২,৩২৭ |
| ৪০ | ২৯,২০০ | ৫৮,৪০০ | ৮৭,৬০১ | ২,৯২,০০২ |
| ৩৫ | ১৯,১৮৭ | ৩৮,৩৭৪ | ৫৭,৫৬১ | ৯৫,৯৩৫ |
| ৩০ | ১২,৪৬৬ | ২৪,৯৩২ | ৩৭,৩৯৮ | ৬২,৩৩০ |
| ২৫ | ৭,৯৫৫ | ১৫,৯১০ | ২৩,৮৬৪ | ৩৯,৭৭৪ |
| ২০ | ৪,৯২৭ | ৯,৮৫৪ | ১৪,৭৮০ | ২৪,৬৩৪ |
| ১৫ | ২,৮৯৪ | ৫,৭৮৯ | ৮,৬৮৩ | ১৪,৪৭২ |
| ১০ | ১,৫৩০ | ৩,০৬০ | ৪,৫৯১ | ৭,৬৫১ |

## স্কিমঃ সমতা

| মাসিক চাঁদার হার | ১,০০০ টাকা<br>(চাঁদাদাতা ৫০০ টাকা+ সরকারি অংশ ৫০০ টাকা) |
|---|---|
| চাঁদা প্রদানের মোট সময়কাল (বছরে) | মাসিক পেনশন (টাকা) |
| ৪২ | ৩৪,৪৬৫ |
| ৪০ | ২৯,২০০ |
| ৩৫ | ১৯,১৮৭ |
| ৩০ | ১২,৪৬৬ |
| ২৫ | ৭,৯৫৫ |
| ২০ | ৪,৯২৭ |
| ১৫ | ২,৮৯৪ |
| ১০ | ১,৫৩০ |